Al-Ameen Memorial Minority College

(Established under Article 30 of the Constitution of India as a Muslim Minority Govt. Aided General Degree College, Affiliated to the University of Calcutta and included Under Section 2(f) and 12B of the UGC Act, 1956.)

Jogibattala, P.O.- Dakshin Gobindapur, P.S.- Baruipur, Dist.-South 24 Parganas, Pin-700145

Phone No.: 033 2437 0111, Email: alameenmemorial@gmail.com, Website: alameenmemorial.org

Ref. No.:

Date:

To Whom It May Concern

This is to certify that Mr./Ms. Sabana khatun, *of B.A.* General *Semester (* 2nd *), Department of Political Science, Student ID.* 226262, *Registration No.* 536-1215-0377-22, *C.U. Roll No.* 222536-12-0161, *of Al-Ameen Memorial Minority College under the University of Calcutta has completed a Project of 6 months duration with the title* "Basic features with major focus on Conventions & Rules of Law of UK" *and successfully completed it under my supervision.*

Date: 04.07.2023

Place: Baruipur

R.Khatun

Project Supervisor

Department of Political Science

Al-Ameen Memorial Minority College

Jogibattala, Baruipur, Kolkata- 700145

Al-Ameen Memorial Minority College Jogibattala Baruipur Kol.-145 ESTD.-2004

UNIVERSITY OF CALCUTTA

AL-AMEEN MEMORIAL MINORITY COLLEGE

(14)

SEMESTER - 2nd

NAME: SABANA KHATUN

SUBJECT: POL.SCIENCE

A+

PAPER: GE-2

TOPIC : Basic features with major focus on Conventions and Rules of law of U.K.

REG NO: 536- 1211 5-0377-22

COLLEGE ROLL NO: 262

UNIQUE ID: 226262

SESSION: 2022-2023

ঃ সূচিপত্রঃ

SL. NO	contents	Page NO
1	বিষয়	1
2.	ভূমিকা	2
3	শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির সংজ্ঞা	3
4	শাসন তান্ত্রিক রীতিনীতির বৈশিষ্ট্য	4
৫	শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির গুরুত্ব ও উপযোগীতা	৫-12
6	আইনের অনুশাসন	13-19
7	মূল্যায়ন / উপসংহার	20
8	আইনের অনুশাসনের আধুনিক অর্থ	21
9	গ্রন্থপঞ্জি	22

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিঃ (Conventions of the Constitution)

ভূমিকাঃ যে-কোন দেশের শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রের মৌলিক ও লিপিবদ্ধ আইনসমূহের সঙ্গে সঙ্গে শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত বিভিন্ন রীতিনীতি গড়ে ওঠে। এগুলি আইনের কাঠামো পরিপূর্ণ করে। প্রত্যেক দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে এই সমস্ত রীতিনীতির সৃষ্টি হয়। ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায়ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে বিভিন্ন সময়ে কতকগুলি রীতিনীতির উদ্ভব হয়েছে। ব্রিটেনের অলিখিত শাসনতন্ত্রের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলি ছড়িয়ে আছে। শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলিকে বাদ দিয়ে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া অসম্ভব, অধ্যাপক ডাইসি সর্বপ্রথম 'শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি' কথাটি ব্যবহার করেন। তার আগে জন স্টুয়ার্ট মিল এগুলিকে 'শাসনতন্ত্রের অলিখিত বিধি' (Unwritten maxims of the constitution) হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ব্রিটিশ সংবিধান বিশেষজ্ঞ অ্যানসন এগুলিকে 'শাসনতান্ত্রিক প্রথা' (the customs of the constitution) হিসাবে অভিহিত করেছেন। প্রত্যেক দেশেই সুষ্ঠুভাবে শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য কিছু-না-কিছু প্রথা বা রীতিনীতি গড়ে ওঠে। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য উৎস হল শাসনতান্ত্রিক ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি (the motive power of the constitution)

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির সংজ্ঞা:

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি বলতে এমন কতগুলি রাষ্ট্রনৈতিক নীতি এবং অনুশাসনকে বুঝায় যেগুলি আদালত-গ্রাহ্য নয়, কিন্তু ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় আইনের মত মর্যাদা লাভ করে। অধ্যাপক হোয়ার (K.C. Wheare)-র মতে, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি বলতে শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত সেই সকল নিয়ম-কানুনকে বুঝায় যা আইনের অঙ্গ না হয়েও বাধ্যতামূলক বলে গণ্য হয় এবং দেশের রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করে তার অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। তাঁর কথায়: "By convention is meant a whole collection of rules which, though not part of the law, are accepted as binding and which regulate political institutions in a country and clearly from a part of the system of government." অগ্ (Ogg)-এর মতানুসারে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি হল সেই সকল কৌশল, আচরণ ও অভ্যাস যার দ্বারা সরকারী কর্তৃপক্ষের প্রকৃত সম্বন্ধ এবং সরকারী কার্যকলাপের অনেকাংশ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। তিনি বলেছেন: "... Understanding, practices and habits which alone regulate a large portion of the actual relations and operations of the public authorities." মার্শাল ও মুডি (G. Marshall and G.C. Moodie)-র মতে, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি হল শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত এমন কতকগুলি নীতি বা শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তিই মেনে চলতে বাধ্য, কিন্তু যা আদালতে বলবৎযোগ্য নয়। তাঁরা বলেছেন: "By the conventions of the constitution we mean certain rules of the constitutional behaviour which are considered to be binding by and upon those who operate the constitution, but which are not enforced by law courts." বার্ক (Edmund Burke)-এর মতানুসারে আইনের বিধানসমূহের প্রয়োগ-পদ্ধতি শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির মাধ্যমে স্থিরীকৃত হয়। এগুলি হল ব্রিটিশ সংবিধানের চালিকা শক্তি।

শাসনতান্ত্রিক রীতি-নীতির বৈশিষ্ট্য:

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করলে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলির কতকগুলি মূলবৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

① শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি দীর্ঘকাল ধরে বিবর্তনের মাধ্যমে প্রচলিত প্রথার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। কিন্তু প্রচলিত প্রথাগুলি কখন শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিতে পরিণত হয় তা বলা কঠিন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, আগে মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজা উপস্থিত থাকতেন এবং সভাপতিত্ব করতেন। হ্যানোভার বংশীয় রাজা প্রথম ও দ্বিতীয় জর্জের রাজত্বকালে এই প্রথা বিলুপ্ত হয়। হ্যানোভার বংশীয় রাজা তৃতীয় জর্জ বিদেশী। তাঁরা ইংরাজী ভাষা জানতেন না। তাই তাঁরা মন্ত্রিসভার বৈঠকে উপস্থিত হতেন না এবং সভাপতিত্ব করতেন না। এই অবস্থায় মন্ত্রিসভার সর্বশ্রেষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য সভাপতিত্ব করতেন। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় এই ভাবে প্রধানমন্ত্রী পদের সৃষ্টি হয়েছে এবং মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজার অনুপস্থিতি একটি প্রথা থেকে কালক্রমে অন্যতম শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিতে পরিণত হয়েছে। তবে অনেক সময় কোনটি প্রথা এবং কোনটি শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি এ বিষয়ে সংশয় ও সন্দেহের সৃষ্টি হয় এবং তা নির্ধারণের ব্যাপারে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়।

② কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলির সৃষ্টি হয়। এই কারণে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলি পরিবর্তনশীল ও অনির্দিষ্ট। নতুন প্রথার সৃষ্টির ফলে পুরাতন শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির পরিবর্তন হয়ে থাকে।

③ আদালত শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলিকে বলবৎ করতে পারে না। আইন অমান্য করলে আইন অমান্যকারীকে শাস্তিভোগ করতে হয়। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি লঙ্ঘন করলে সেরকম শাস্তি ভোগ করতে হয় না। এই কারণে শাসন কর্তৃপক্ষ প্রথাগুলিকে আবশ্যিকভাবে মান্য করতে বাধ্য নয়।

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলির গুরুত্ব ও উপযোগিতাঃ

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণঃ

অলিখিত ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় শাসনতান্ত্রিক রীতি-নীতিগুলি কেবল সংখ্যার দিক থেকেই বিরাট নয়, এগুলির উপর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক বিধিবিধান নির্ভরশীল। রাজার সঙ্গে মন্ত্রিসভার এবং মন্ত্রিসভার সঙ্গে পার্লামেন্টের সম্পর্ক; পার্লামেন্টের অধিবেশন, আভ্যন্তরীণ কার্যপদ্ধতি; নাগরিক অধিকার প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির উপর নির্ভরশীল। ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থায় এগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতিগুলি না থাকলে ব্রিটেনের সংসদীয় শাসন-ব্যবস্থার বনিয়াদ ভেঙ্গে পড়ত; আইনের মত এগুলি আদালত-গ্রাহ্য নয়। তবুও ব্রিটেনের শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার তাগিদে এগুলির ভূমিকাকে উপেক্ষা করা যায় না। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় এগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

সমালোচনা (Criticism): পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে ডাইসি-প্রদত্ত আইনের অনুশাসন নীতির তীব্র সমালোচনা করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন দিক থেকে নানা যুক্তির ভিত্তিতে এই নীতির সমালোচনা করা হয়। সমালোচকদের মধ্যে অধ্যাপক ল্যাস্কি, জেনিংস, রবসন প্রভৃতি বিশেষজ্ঞের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মূল্যায়ন: উপসংহার: আইনের অনুশাসন সম্পর্কে ডাইসির বক্তব্যের বিরুদ্ধে উপরিউক্ত সমালোচনাসমূহের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। আধুনিক কালের রাষ্ট্রব্যবস্থার সঙ্গে ডাইসির আইনের অনুশাসনের ধারণা সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। সাম্প্রতিক কালে অর্পিত ক্ষমতা প্রসূত আইন ও শাসন-বিভাগীয় কর্তৃত্বের সম্প্রসারণ ঘটেছে। তার ফলে আইনের অনুশাসনের অর্থ বহুলাংশে সীমিত হয়ে পড়েছে, তবে এই ঘটনা কেবল ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় নয়, পৃথিবীর সকল দেশের শাসনব্যবস্থাতেই ঘটেছে। এতদসত্ত্বেও আইনের অনুশাসনের নীতিকে পুরোপুরি উপেক্ষা বা বাতিল করা যায় না। ওয়েড ও ফিলিপস প্রমুখ সংবিধানবিদের মতানুসারে আইনের অনুশাসনকে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার অন্যতম মূল নীতি হিসাবে এখনও স্বীকার করা হয়। ব্রিটেনে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই নীতির অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। ব্রিটেনে আইনের অনুশাসনের অস্তিত্ব সরকারের স্বৈরী ক্ষমতার অনস্তিত্বকে প্রতিপন্ন করে, তা ছাড়া সরকারের কোন আইন-বহির্ভূত ক্ষমতা থাকতে পারে না, সরকারের সকল ক্ষমতার একমাত্র উৎস হল আইন, নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে উপেক্ষা করে সরকারী প্রশাসনকে সমর্থন করা যায় না—প্রভৃতি ধারণা-সমূহের ব্যবহারিক গুরুত্বকে আজও অস্বীকার করা যায় না। ব্রিটেনে আইনের অনুশাসন এবং গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে সরকারের ক্ষমতা সীমা নির্দিষ্ট হয়। এইভাবে ব্রিটেনে নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আইনের অনুশাসনের আধুনিক অর্থ:

তবে আধুনিক কালের পরিবর্তিত রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে আইনের অনুশাসন নীতির অল্পবিস্তর পরিবর্তন দরকার। বর্তমানে আইনের অনুশাসনের ধারণা অনুসারে কেবলমাত্র আইনের সমর্থনক্রমেই ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আইন-বহির্ভূত কাজ করার কোন ক্ষমতা সরকারের নেই। ক্ষেত্রবিশেষে সরকার স্ববিবেচনা-মূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। তবে স্ববিবেচনা-মূলক ক্ষমতা এবং স্বৈরী ক্ষমতা এক নয় - উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। তাছাড়া বলা হয় যে আইনের ভিত্তিতেই সাধারণ আদালতের সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। ন্যায়বিচারের স্বার্থে বিচারপতিগণ রাজনৈতিক ও শাসন-বিভাগীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হবেন। সর্বোপরি জনসাধারণের প্রয়োজন-বোধের সঙ্গে আইনের উদ্দেশ্য সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। অন্যথায় আইনের অনুশাসন অর্থহীন হয়ে পড়বে।